দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ DEC 20 1999
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা

প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান নিয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডা ঃ লাইব্রেরীতে অনুদান প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ

এম, আবদুল্লাহ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা নিয়ে গতকাল সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে তুমুল বাক-বিতণ্ডা ও হট্টগোল হয়েছে। বিরোধী এমপিদের তীব্র বিরোধিতা ও নোট অফ ডিসেন্টের মধ্যে সরকার দলীয় সদস্যরা একতরফাভাবে একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। স্থায়ী কমিটির সভায় দেশের জেলা ও থানা পর্যায়ের লাইব্রেরীগুলোতে অনুদান এবং বই বিতরণের ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ লোপাট নিয়েও উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা হয়। সভায় উত্থাপিত দুর্নীতি ও অনিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সাংস্কৃতিক সচিবকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গতকাল (রবিবার) সকাল ১১টায় জাতীয় সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি আবদুল মান্নান। সভায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ সদস্য রমেশ চন্দ্র সেন, আবদুল লতিফ বিশ্বাস, মিসেস পান্না কায়সার, বিএনপি'র শামসুল আলম প্রামাণিক, মোঃ হারুনুর রশীদ ও জাতীয় পার্টির মিসেস তাসমীমা হোসেন।

সভার শুরুতেই সভাপতি জনাব আবদুল মান্নান গত শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলে বিএনপি সদস্যরা তীব্র বিরোধিতা করেন। এক পর্যায়ে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে তুমুল বাক- বিতণ্ডা অনেকটা হট্টগোলের রূপ নেয় বলে বৈঠকসূত্র জানিয়েছে। সূত্র জানায়, সরকার দলীয় সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের যথার্থতা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরে পানি চুক্তি, পার্বত্য শান্তি চুক্তি, আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উল্লেখ করেন। অপরদিকে, বিএনপি সদস্য জনাব হারুনুর রশীদ (নবাবগঞ্জ-৩) পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, তথাকথিত পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে শান্তি আসেনি, পানি চুক্তিতে পানি আসেনি বরং সন্ত্রাসী সত্তর সাথে চুক্তি করে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। ৩০ বছর মেয়াদী পানি চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। বিএনপি সদস্যদ্বয় বলেন, বিতর্কিত ডক্টরেট ডিগ্রী গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী নিজে অপমানিত হয়েছেন। তারা ধন্যবাদ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নোট অব ডিসেন্ট দিলে প্রায় ১ ঘন্টার বিতর্কের পর সরকার দলীয় সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একতরফাভাবে প্রস্তাব পাস করে নেন। বৈঠক সূত্র জানায়, গতকাল বৈঠকের আলোচ্য সূচী অনুযায়ী জেলা ও থানা পর্যায়ের 'বেসরকারী পাঠাগার সহায়তা প্রকল্প ২য় পর্যায়'-এর আওতায় লাইব্রেরীগুলোতে সরকারী অনুদান ও বই বিতরণের বিষয়ে উত্তপ্ত আলোচনা শুরু হয়। দু'ঘন্টারও অধিক সময় এ বিষয়ে আলোচনাকালে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা অনুদান ও বই বিতরণে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুলে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে অভিযুক্ত করেন। নীতিমালা অনুযায়ী জেলা পর্যায়ের লাইব্রেরীতে এক লাখ টাকা ও এক লাখ

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান নিয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

টাকার বই এবং থানা পর্যায়ের লাইব্রেরীতে ৫০ হাজার টাকা ও ৫০ হাজার টাকার বই প্রদানের কথা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তা লংঘন করা হয়েছে বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলে কৈফিয়ত দাবী করেন। একজন সদস্য অনিয়মের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন, চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানা সদরের বাইরে 'আশেক আলী খান স্মৃতি সংসদ ও পাঠাগারে' দু'লাখ টাকার অনুদান দেয়া হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী থানা সদরের বাইরে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা ও ২৫ হাজার টাকার বই প্রদান করা যেতে পারে। একজন আমলামন্ত্রীর পিতার নামের ঐ পাঠাগারে কিভাবে ৪ গুণ অনুদান দেয়া হল তা জানতে চাওয়া হয়।

বৈঠকসূত্র জানায়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে বই বিতরণের ক্ষেত্রেও গুরুতর অনিয়ম ও অর্থ লোপাটের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ওঠে গতকালের সভায়। বই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পক্ষপাত, মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ কর্মকর্তাদের নামে প্রকাশিত বইয়ের ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি, বই কেনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে মোটা অংকের অর্থ লোপাটের জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী ওঠে সভায়।

এ ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা মতৈক্যে পৌঁছে সাংস্কৃতিক সচিবকে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন